(সংস্কৃত প্রস্তাব)

সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত

ই, বি, কাউএল ম, এ, সাহেবের

অনুমতি ক্রমে

উক্তকালেজের

অধ্যাপক শ্রীনন্দকুমার শর্ম্ম

প্রণীত

শিবপুর ন্যায়রত্ন যন্ত্র

সংবৎ ১৯১৬

মূল্য ৵০ চারি আনা
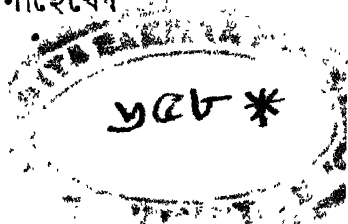
(বিজ্ঞাপন)

আমরা, সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউএল ম, এ, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমতঃ আমাদের সহিত নানা বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে সংস্কৃত কালেজের বিষয়ে কতগুলি প্রশ্ন করিলেন। কাল সংক্ষেপ প্রযুক্ত তৎকালে তৎসমুদায়ের সবিশেষ উত্তর প্রদান করা হইল না। অনন্তর আমরা অবকাশক্রমে তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর লিখিয়া তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলাম। তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আর তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় বোধ হইল এই প্রবন্ধটী বিশিষ্ট বিজ্ঞ সমাজের সুগোচর হইলে ভাল হয়। তদনুসারে আমরা এই প্রস্তাবটী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাতে, এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গভাষার উন্নতি বিধানের প্রয়োজন, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা, দর্শনাদি শাস্ত্রাভ্যাসের উপযোগিতা, এবং এই সকল বিষয়ে প্রজারঞ্জন রাজার হস্তক্ষেপের অবশ্য কর্ত্তব্যতা, এই কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ আছে। গুণগ্রাহক সুধীগণ অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, আমাদিগের সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

(সংস্কৃত প্রস্তাব)
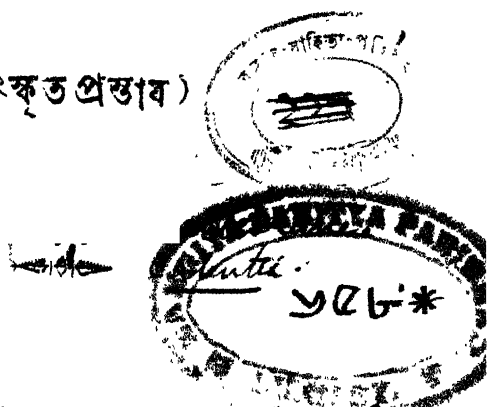
সমাজের উন্নতি সাধন ও সুশৃঙ্খলরূপে প্রজা প্রতি পালন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত কোন দেশীয় কোন সভ্য জাতীয় ব্যক্তিই কোন কালে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করিলে প্রকৃত রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না।

সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যাবতীয় প্রজাগণ জ্ঞানাপন্ন হইলে রাজ্যের যেরূপ শান্তি রক্ষা ও যেরূপ সুখ সচ্ছন্দে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সভ্যজাতি ও অসভ্য জাতির রীতিনীতি ও সুখদুঃখের প্রতি নেত্রপাত করিলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে পারে। রমণীয় জনপদ, সুন্দর নগর, ও সুরম্য হর্ম্ম্য সকল কেবল জ্ঞানপুঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত

হয়না। জ্ঞানপ্রভা প্রদীপ্ত না হইলে পৃথিবীতে জলময় প্রদেশ, সমতল ভূমি, ও অরণ্যময় স্থান ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইতে পারিত না।

কোন মহৎ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সূক্ষ্ম বিবেচনা পূর্ব্বক তদীয় উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের আবশ্যক। অবিবেচনায় কার্য্যারম্ভ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সমাজের জ্ঞানোন্নতি সাধন যেমন অতি মহৎ কর্ম্ম, তেমনি তাহা সম্পাদন করিয়া উঠাও বড় সহজ নহে। এই কর্ম্ম সম্পাদনে যে কত দূর বিবেচনা ও কত বিষয় পর্য্যালোচনার অপেক্ষা হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

সকল কার্য্যেই দেশ ও অবস্থা ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক, অন্যথা, ইষ্টসিদ্ধি হইবার নানা ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যদি কোন অসভ্য জাতির নিকট তাহাদের অপকৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করা যায়, এবং যদি কোন কুপথ প্রবৃত্ত পাপনিরত ব্যক্তিকে একবারে সৎপথাবলম্বী ও সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা কেবল নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র হইয়া থাকে। অতএব সমাজশুভকর ব্যপারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক কার্য্য প্রয়োগ করাই বিধেয়।

অতি পূর্ব্বকালে এতদ্দেশের অবস্থা বর্ত্তমানাপেক্ষা বিলক্ষণ উন্নত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদ্দেশ মুসলমান দিগের হস্তগত হওয়াতে সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। রাজা প্রতিকূল হইলে প্রজাদিগের দুরবস্থা অবশ্যই ঘটিতে পারে। দুরাশয় মুসলমানেরা হিন্দু দিগের ভাষা, ধর্ম্ম ও রীতি-নীতির একান্ত বিদ্বেষী ছিল। তাহারা আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে কোন অংশেই ত্রুটি করে নাই। তাহাদিগের অধিকারে আমাদিগের ধর্ম্মনীতি সকল বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, সংস্কৃত ভাষার প্রভা ক্রমে ক্ষীয়মান হইয়া তিরোহিত হইতে লাগিল, সামাজিক সদাচারের প্রচার একপ্রকার রহিত হইয়া গেল। কিন্তু ঐসকল বিষয় হিন্দুসমাজ মধ্যে এত উন্নত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে দুরাত্মাদিগের তত দৌরাত্ম্যে-ও একবারে উন্মূলিত ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলনা। যাহা হউক রাজোপদ্রবের ফল একান্ত অনিবার্য্য। মুসলমান দিগের অধিকারে এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান লোক সকল সৎকার্য্য সাধনোদ্দেশে প্রতিপদেই হতাশ হইতে লাগি-লেন। সুতরাং সাধারণেই নিরুৎসাহ ও সাহসহীন হইয়া উঠিল, লোকের প্রকৃতিও ক্রমে ক্রমে পরিহীয়মাণ হইয়া আসিল, এবং হিন্দুদিগের প্রধান ভাষা সংস্কৃতের-ও আর তাদৃশ অনুশীলন রহিল না। উহা দেশবিশেষে

বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ অপভাষায় পরিণত হইতে লাগিল। বোধহয়, ঐসময়েই এতদ্দেশে লোক যাত্রা মাত্র নির্ব্বাহকরী ক্ষীণা বঙ্গভাষা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল।

এক্ষণে ইংরাজ রাজাদিগের অধিকার হইয়া এদ্দেশের অবস্থা পুনর্ব্বার উন্নত হইবার উপক্রম হইতেছে। বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত ভাষার প্রতি রাজপুরুষদিগের অনুরাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পদার্থবিদ্যার প্রভাও কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছে, নগর সন্নিধানে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতারও সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় বঙ্গভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই বঙ্গসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। বঙ্গভাষা এ দেশের মাতৃভাষা, এই ভাষা শিক্ষা করা ইহাদিগের অনায়াসে ও অবিলম্বেই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব ইহাতে জ্ঞানসাধন শিক্ষণীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণ সমাজে প্রচারিত করিতে পারিলেই রাজা ও প্রজা উভয়েরই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে।

কেবল ভিন্নজাতীয় ভাষা বা স্বজাতীয় মৃতভাষা অবলম্বন করিলে কোনরূপেই সাধারণের জ্ঞানোন্নতি হইতে পারেনা। সাধারণের জ্ঞানোদ্দীপন না হইলেও দেশের প্রকৃত সভ্যতার আশা করা নিতান্ত নিষ্ফল।

জ্ঞানসাধন বিষয় সকল বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভাষাভ্যাসেই বহুকাল অতিবাহিত হয়। অতএব অগ্রে বিজাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিত করিয়া পরে জ্ঞানোন্নতি সাধন করা, সমুদ্র সেচন করিয়া রত্নোদ্ধারের ন্যায় বিফল প্রয়াস মাত্রই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এক জাতীয় ভাষা ভিন্নজাতীয় লোকের প্রকৃতিসঙ্গত হইতে পারে না; যেদেশের যেরূপ প্রকৃতি, ভাষাও তদনুসারিণী নিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত হয়, তাহাতে যেরূপ বর্ণরচনার রীতি ও যেরূপ দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শনের পদ্ধতি প্রচলিত ও সুসঙ্গত হয়, বিজাতীয় লোকের পক্ষে সে সকল প্রায়ই বিসঙ্গতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর স্বজাতীয় মৃতভাষা তাদৃশ প্রকৃতি বিসঙ্গত না হইলেও, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত না থাকাতে, কেবল তন্মাত্র অবলম্বন করিয়া সাধারণের জ্ঞান সাধন হইয়া উঠা নিতান্ত দুর্ঘট, বিজাতীয় ভাষার ন্যায়, মৃতভাষাভ্যাসেও বহুকাল বৃথা প্রয়াস পাইতে হয়।

ইংরাজী এতদ্দেশের বিজাতীয় ভাষা, ঐভাষার সহিত এতদ্দেশের সুন্দররূপ পরিচয় হওয়া একান্ত দুষ্কর ইংরাজেরা যেরূপ উন্নতপ্রকৃতি ও তেজস্বি স্বভাব তাঁহাদের ভাষাও তদনুসারিণী। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাস প্রণালী, রসভাবাদি প্রয়োগ, ও অলঙ্কারাদি বিধান প্রভৃতি

ভাষাঙ্গসকলও তদনুরূপ । বঙ্গদেশীয় লোক ইংরাজি ভাষায় যতই পরিশ্রম করুন, কোনরূপেই তন্নিবদ্ধ চমৎকারাদি গুণের বিশেষ পরিগ্রহ বিষয়ে তাদৃশ অধিকারী হইতে পারেন না। সংস্কৃত এতদ্দেশের মৃতভাষা, অধিকাংশ লোকেই অবগত নহেন, সুতরাং কেবল এইভাষা আশ্রয় পূর্ব্বক সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত ও বিধেয় বোধ হয় না। অতএব ইংরাজী ও সংস্কৃত ইহার অন্যতর মাত্র অবলম্বন করিয়া জ্ঞানানুশীলনে যত্ন করা অনুচিত, কিন্তু ঐ উভয়ভাষার সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণকরা অত্যন্ত আবশ্যক ।

পদার্থবিদ্যাপ্রভৃতি জ্ঞানোন্নতি সাধন বিষয় সকল ইংরাজী ভাষাতে যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে তেমন আর কোন ভাষাতেই দৃষ্টিগোচর হয় না । সুতরাং পদার্থবিদ্যা, শারীরক বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট বিষয় সকল ইংরাজী হইতেই সঙ্কলন করা কর্ত্তব্য । অতএব ইংরাজী ভাষার সবিশেষ চর্চা এতদ্দেশের পরম মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই । আর সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকেও এতদ্দেশের মঙ্গল বিধান কোন প্রকারেই সুসাধ্য হইতে পারে না । পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গভাষার অধিকতর আলোচনা হইলেও, অদ্যাপি ইহা অসম্পূর্ণ ও হীন অবস্থাতেই রহিয়াছে ।

ইহার রীতি নীতির অদ্যাপি স্থিরতা হয় নাই, বিন্যাস পারিপাট্যের কোন সুশৃঙ্খলাও নিয়মিত হয় নাই, শ্রোতার চমৎকারজনক রসভাবাদি সন্নিবিষ্ট করিবারও কোন প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত হয় নাই। এই ভাষায় জ্ঞানোন্নতি সাধক ও সভ্যতাদি সম্পাদক পদার্থ সকলও সন্নিবেশিত হয় নাই। ফলতঃ ভাষায় যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, বঙ্গভাষায় তাহার বিস্তর ন্যূনতা রহিয়াছে। বঙ্গভাষায় কেবল কথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কতগুলি শব্দ আছে মাত্র। কোন একটা নূতন বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে সংস্কৃতভাষা হইতে প্রায় সকল শব্দই সঙ্কলন করিয়া লইতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় যেকোন বিষয় লিখিবার প্রয়োজন হয়, শব্দের অসদ্ভাব প্রায়ই ঘটে না। অতএব বঙ্গভাষায় পদার্থ সঙ্কলন বিষয়ে যেমন ইংরাজী ভাষার সাহায্য আবশ্যক, সেইরূপ শব্দসঙ্কলন ও বিন্যাস পারিপাট্যাদি বিধান বিষয়েও সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে হইবে।

এক্ষণে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতিরেকে বঙ্গসমাজের উন্নতির আর কোন বিশিষ্ট উপায় নাই, এবং সংস্কৃতানুশীলন ব্যতিরেকেও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তিত হইল। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ভাষানুশীলনের আর আর অনেক মহৎফল আছে।

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা এবং যাবতীয় ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা বোধ হয় কোন দেশীয় পণ্ডিতেরাই অস্বীকার করেন না। এই ভাষার অনুশীলন বলে লোক সকল শান্ত সুশীল সদাশয় বিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী তেজস্বী মনস্বী ও কার্য্যদক্ষ হইয়া থাকেন। এতদ্দেশের পুরাতন অবস্থা ও তদানীন্তন অতি প্রধান প্রধান লোকদিগের চরিত্র ও ক্ষমতার প্রতি নেত্র পাত করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ স্পষ্টই দৃষ্ট হইতে পারে।

এতদ্দেশের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োক্তা অতি সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষি মনু যেরূপ ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতি স্থাপিত ও প্রচারিত করিয়াছেন তন্মধ্যে দেশাচারের অনুগত কয়েকটী বিষয় ভিন্ন আর সমুদয় অংশই বিশ্বজনীনরূপে চিরকাল সমাদরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত কোন কোন ইংলণ্ড দেশীয় প্রধান পণ্ডিত তাঁহাকে "ইউনিভর্সাল লাগিবর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ তাদৃশ অবস্থায় আকাশতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে যে সমস্ত নূতন নূতনপথ উদ্ভাবিত করিয়াছেন, এবং মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যেরূপ সুমধুরপ্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বকীয় অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এসকল সংস্কৃতানুশীলনেরই ফল বলিতে হইবে।

এই শাস্ত্রানুশীলনের গুণে যে লোক সকল পদার্থ তত্ত্ববেত্তা ও কার্য্যদক্ষ হয় তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের সিংহল দ্বীপযাত্রা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করেন না। তিনি যে অসঙ্খ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন, তাহাতে তাঁহার পদার্থবিদ্যানৈপুণ্য ও বিলক্ষণ কার্য্য দক্ষতা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে।

দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে অগ্রে দেশস্থ লোকদিগের রীতি চরিত্র সংশোধন করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও আবার স্বদেশীয় পুরাতন রীতি চরিত্রের বিশেষ পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভবিতে পারে না। এতদ্দেশে প্রাচীন লোকদিগের কিরূপ চরিত্র ছিল, কোন্ রাজা কত কাল কিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া সামাজিক ব্যাপার সকল সুসম্পাদিত হইত, নীতি বিশারদ পণ্ডিতগণ কীদৃশ দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মনীতি সকল প্রস্তুত করিয়া সমাজের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত নীতির উদ্দেশ্য ও মর্ম্মই বা কি, তত্ত্বার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা কিভাবে, কি উদ্দেশে ও কি প্রকার প্রণালীতেই বা দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল দর্শনের যথার্থ তাৎপর্য্যই বা কি, এবং কবিগণই বা কিপ্রকার প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক পুরাণ ইতিহাস

ও কাব্য নাটক প্রভৃতি মধুর প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া বিবিধ জ্ঞানের পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে এই সকল বিষয়ে সাধারণের বিশেষ জ্ঞান জন্মে এবং যাহাতে সকলেই ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় তাহার সমুচিত চেষ্টা করা বিধেয়। এতদ্দেশের প্রাচীন রীতি পদ্ধতিসকল সাধারণের জ্ঞানগোচর হইলে চরিত্রশোধন বিষয়ে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। সমাজস্থ সমস্তব্যক্তিই প্রাচীন রীতির সদসদ্বিবেচনায় সমর্থ হইয়া অসদংশপরিত্যাগ পূর্ব্বক সদংশগ্রহণে সুতরাং আপনারাই অগ্রসর হইতে থাকিবে। এতদ্দেশের প্রাচীন রীতি পদ্ধতি সকল সংস্কৃত ভাষায় সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অতএব সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন এতদ্দেশের চরিত্র শোধনের মূল কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকারকরিতে হইবে।

পরিগ্রহণীয় বিষয়ের গুণ পরিজ্ঞানের ন্যায়, পরিবর্জনীয় বিষয়ের দোষ পরিজ্ঞান করা অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজ মধ্যে পরম হিতকর কোন নবীন ব্যবহার বা কোন নূতন রীতি প্রচার করিবার নিমিত্ত; যেমন তদীয় গুণঘোষণার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ চিরপ্রচলিত পরম্পরাগত অহিতকর ব্যবহার ও কুরীতি পরিবর্জনের নিমিত্ত তদীয় দোষোদ্ঘোষণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। চির প্রচলিত

কুৎসিত ব্যবহারের প্রতি সমাজের কতিপয়মাত্র পণ্ডিত ব্যক্তির বিদ্বেষ জন্মিলে, ও কেবল তাঁহারাই মাত্র তন্নিবারণের চেষ্টা করিলে, সেই কুব্যবহার সাধারণ সমাজ হইতে একবারে নিরাকৃত হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন; বরং তাঁহারাই সাধারণ সমাজে বিদ্বেষ্য ও নিরাকৃত হইতে পারেন। অতএব প্রাচীন রীতি পদ্ধতি সকল কোন্ অবস্থায় কি উদ্দেশে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বা কি, এ অবস্থায় কিরূপ রীতি নীতিই বা বাস্তবিক শুভকরী হইতে পারে, যাবং সমাজের সাধারণ ব্যক্তি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তাহার গুণ দোষ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ না হইবেন, তাবং সমাজের পুরাতনী কুরীতির সংশোধন ও নূতন সদাচার প্রচার হইবার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই।

এতদ্দেশে যে সমস্ত সামাজিক ব্যবহার প্রচলিত আছে প্রায় তাবংই পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। যত কাল সাধারণে সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিবে, তাবং কখনই এদেশের কুব্যবহার শোধন হইতে পারিবে না। চিরপ্রচলিত ব্যবহারের বিশেষ দোষ দর্শন ও নূতন ব্যবহারের বিশেষ গুণ পরিগ্রহ না হইলে, লোকে অভ্যাসসিদ্ধ আচার পরিত্যাগ করিতে কোনমতেই সম্মত হয় না। অতএব এক্ষণে

বঙ্গদেশে যত বিদ্যালয় আছে সর্ব্বত্রই সংস্কৃতানুশীলনের নিয়ম স্থাপন করিয়া অভ্যাসসিদ্ধ প্রচলিত রীতি নীতির দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যক।

মহৎলোকের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াই লোকে হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই নীতিবিশারদ মহাত্মারা যখন যে উপদেশ প্রদান করেন, প্রায় সর্ব্বত্রই তদনুযায়ী একএকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বোধ হয় এইকারণেই প্রাচীন মহৎ লোকদিগের জীবনচরিত পাঠে পাঠক বর্গের বিশিষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। যে দেশের যেরূপ প্রকৃতি ও যেরূপ সংস্কার এবং যাদৃশ অভ্যাস, তদনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই তাহাদের অন্তঃকরণে দৃষ্টান্তসিদ্ধ বিষয়গুলি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, এবং তদনুসারে তাহাদের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে থাকে। আমাদিগের দেশে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে সকলে অনায়াসেই তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং তদনুসারে কার্য্য করিতেও সম্পূর্ণ ভক্তি জন্মে। কিন্তু ভিন্নদেশীয় বিরুদ্ধ প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মাগণের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে তাহার মর্ম্মবোধ হয় না, সুতরাং তাদৃক্ ভক্তি ও প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা তন্নিবদ্ধ মহাত্মাদিগের বৃত্তান্ত

সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদনুসারে উপদেশ প্রদান করিলে অবিলম্বেই এ দেশের হিত সাধন হইতে পারে।

বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের অতিগরীয়সী শ্রদ্ধা ও অতি উৎকট ভক্তি চিরকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সংস্কৃত ভাষায় একটীমাত্র বাক্য শ্রবণ করিলেই উহার পবিত্রতাবোধে পরম পুলকিত হয়, এবং উহাতে যেকোন বিষয়ের উল্লেখ থাকুক ইহারা প্রায়ই তাহা যথার্থ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। বোধহয় ইহাই স্থির জানিতে পারিয়া রেবরেণ্ড মহাশয়-গণ এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই ইহার প্রথমসূত্রপাত করেন, এবং তদুপলক্ষে ঐ ধর্ম্মের অনেকগুলি গ্রন্থও সংস্কৃতভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। যাহা হউক সংস্কৃতশাস্ত্রানুসারে উপদেশ প্রদান করিলে যে তাহা এতদ্দেশে পরম সমাদৃত ও সম্পূর্ণ সফল হইবে তাহাতে আর সন্দেহবিন্দু নাই।

যখন সৌভাগ্য ক্রমে ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষা হইতে মহৎ মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় সকল বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কলিত হইবে, এবং যখন বঙ্গভাষা একটী প্রকৃতভাষা বলিয়া সর্ব্বসমাজে সমাদৃত হইয়া উঠিবে, এমন কি তখনও এতদ্দেশে সংস্কৃতানুশীলনের বিশেষ আবশ্যকতা থাকি-

বে। বঙ্গভাষার এতাদৃশ দুরবস্থাসময়ে বঙ্গসমাজে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রাবল্য থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, বোধহয় তদ্বিষয়ে কোন দেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। ইংলণ্ড দেশেই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দেখ, যখন ইংরাজীভাষা অতি দীন ও দুর্ব্বল অবস্থায় ছিল তখন ইহার পরিপুষ্টি নিমিত্ত ইংলণ্ডের প্রায় প্রতি বিদ্যালয়েই লাটিন ও গ্রীক্ ভাষার সাতিশয় অনুশীলন হইত। এবং ক্রমে ক্রমে উক্তভাষাদ্বয়ের আনুকূল্যে ইংরাজী ভাষা বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়া, এক্ষণে যাবতীয় ভাষার মধ্যে প্রধান ও পরিপূর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে। দেখ, ইংরাজী ভাষায় এখন বিষয়ের অপ্রতুল নাই, কথার অপ্রতুল নাই, এবং রীতি নীতি প্রভৃতি ভাষাঙ্গ সকলের ও কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। তথাপি অদ্যাপি ইংলণ্ড দেশে প্রধান প্রধান বিদ্যালয় মাত্রেই লাটিন ও গ্রীক্ভাষার বিলক্ষণ অনুশীলন হইতেছে, এবং তাহাতে যে বিশিষ্ট ফলও দর্শিতেছে তাহা সকলেরই বিদিত আছে।

বঙ্গদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত সংস্কৃতভাষার আলোচনা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্তিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার আলোচনা উত্তমরূপ করিতে হইলে যেমন ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা

করিতে হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রেরও অনুশীলন করার বিশেষ উপযোগিতা আছে। সংস্কৃত ভাষার যে কোন গ্রন্থে যে সকল দুরূহ স্থান আছে দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনরূপেই ঐ সকল স্থানের অর্থসঙ্গতি ও মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারা যায় না। এতদ্দেশে অতি প্রাচীন কাল অবধি দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন অতিশয় প্রবলরূপে প্রচলিত থাকাতে প্রায় তাবৎ গ্রন্থকারই দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল বিষয় সিদ্ধান্তিত করিয়া গিয়াছেন। কি কাব্য, কি অলঙ্কার, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কোন শাস্ত্রেরই এমন গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, যে তাহাতে দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ঘটিত কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞান না হইলে কোন শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত ও মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইয়া উঠেনা।

বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত, সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রানুশীলনেরও সম্পূর্ণ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় যে কিছু দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে, সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূতত্ত্ব ভূতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি যেকোন দর্শনশাস্ত্র ঘটিত পদার্থের নামাদি নির্দ্দেশ করিতে হইবে সংস্কৃতের সেই সেই দর্শনশাস্ত্র ব্যতিরেকে আর কোন রূপেই তৎসমুদায়

সঙ্কলন করিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব সংস্কৃত দর্শনের প্রতি অনাস্থা করিলে, বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতির নানা ব্যাঘাত সম্ভাবনা।

সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে অশেষ প্রকার আবশ্যক বিষয় সকল বিবৃত রহিয়াছে। পদার্থের কার্য্য কারণ ভাব নিরূপণ, পরস্পর সম্বন্ধ বিচার, প্রকৃত তত্ত্ববিনির্ণয়, সদসদ্বিচার প্রণালী ও জ্ঞানের বিষয়বিভাগ প্রভৃতি বিষয় সকল অতি সুন্দর ও সহজরূপে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনের অনুশীলনে পরম প্রয়োজন সাধনী বুদ্ধিশক্তির আশ্চর্য্য প্রখরতা জন্মে, এবং সদসদ্বিবেকশক্তি ও সাতিশয় তীক্ষ্ণ হয়।

নব্যসম্প্রদায়ের অনেকেই বলিয়া থাকেন, দর্শনশাস্ত্র পাঠে কোন ফলই দর্শেনা, তদ্দ্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত সূক্ষ্মতা জন্মে যথার্থ বটে, কিন্তু তাহা জগতের বিশেষ কার্য্যোপযোগী হয়না। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি আজন্ম কাল অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে জগৎ নিরীক্ষণ করে, আর যদি তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্তুতেই দৃষ্টিপাত না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কেবল পদার্থের সূক্ষ্ম দর্শীই হয় মাত্র, বস্তুর প্রকৃত আকার দেখিয়া যে কোন কার্য্য হইতেপারে তাহা সেইব্যক্তি হইতে কিছুতেই সম্পন্ন হয় না। সেই রূপ দর্শনশাস্ত্রপারদর্শী ব্যক্তিগণ কেবল সূক্ষ্মদর্শীই হন

মাত্র, জগতের কোন কার্য্যেই লাগেন না। নব্য-দিগের এই আপত্তি প্রকৃত আপত্তি বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না। বুদ্ধির সূক্ষ্মতা জন্মিলে, বিবেচনা শক্তির প্রখরতা জন্মিলে, যে তদ্দারা জগতের কোন কার্য্য সম্পাদন হয় না, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। দর্শনশাস্ত্র-বেত্তারা কেবল জগতের সূক্ষ্মভাগই দর্শন করিয়া থাকেন, এবং বিষয় কর্ম্মে তাদৃশ লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না, সত্য বটে। কিন্তু রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, ও লোকসমাজের বিঘ্ন হইলে, সেই সকল সূক্ষ্মদর্শী দর্শনবেত্তারা কি তাহার প্রতিবিধানের উপায় নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন না? এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধিতে যে সকল সদুপায় উদ্ভাবিত হইবে তাহা কি বিষয়ব্যাপৃত ব্যক্তিদিগের স্থূল বুদ্ধিতে কখন সম্ভবিতে পারে? সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ হল চালন প্রভৃতি প্রজা পালন পর্য্যন্ত সংসারের কোন কার্য্যেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাপৃত থাকেন না, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ সকল কার্য্য তাঁহাদিগের বুদ্ধিশক্তি প্রভাবেই সুনির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে, স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সকল কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত সুপ্রণালীর উদ্ভাবনকরা সূক্ষ্মদর্শন ব্যতিরেকে কখনই হইয়া উঠে না।

সংসারের সকল লোকেই যে সকলকর্ম্মে ক্ষমতাপন্ন হইবে, এবংসকলেই সকল কর্ম্ম করিবে এমত সম্ভবিতে পারে না।

যাহারা কেবল শারীরিক পরিশ্রম করিয়া হলচালনা করিবে তাহারা পদার্থতত্ত্বনিরূপণাদি মহৎমহৎ ব্যাপারে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। অথচ পদার্থতত্ত্ব নিরূপণাদি ব্যতিরেকেও সংসারের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কতগুলি সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া কেবল পদার্থতত্ত্বনিরূপণাদি ব্যা-পারে নিমগ্ন থাকিলে জগতের বিশেষ সৌভাগ্য হইবে সন্দেহ কি।

শাস্ত্রালোচনা বা বিদ্যাভ্যাসের যেমন সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহাদি ফল বলিয়া গণনীয় হয়, সেইরূপ মনঃ-প্রীতি লাভকেও একপ্রকৃষ্ট ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আজি পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে যে সমস্ত শাস্ত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; আর আর শাস্ত্রে আর আর প্রকার ফল অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াযায়, যাউক; তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাদৃশপরমানন্দ লাভ, বোধহয়, দর্শনশাস্ত্র. ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইয়া উঠেনা, ইহা নিরুদ্বেগে নিশ্চয় বলিতেবাধা দেখা যায় না। আর সেই আনন্দ যে সামান্য বিষয়ানন্দ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই নিমি-ত্তই প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা 'আনন্দের তিন প্রকার বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয় জ্ঞানানন্দ,

তৃতীয় বিষয়ানন্দ। ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা লাভ হইতে পারে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও পরম প্রয়োজনীয় হইলেও সংসারীদিগের পক্ষে সাতিশয় দুর্লভ। জ্ঞানানন্দ দর্শনাদি শাস্ত্রালোচনা দ্বারা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় অনুধ্যান দ্বারা ও নূতন নূতন পদার্থ উদ্ভাবন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষয়ানন্দ কেবল বিষয় সম্ভোগেই লব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা চিরস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে দর্শনশাস্ত্রানুশীলন দেশের পরম হিতসাধন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই এ দেশে এই সকল শাস্ত্রের সবিস্তর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

অতএব এক্ষণে বঙ্গসমাজের হিত নিমিত্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন হউক, সংস্কৃত পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম সকল সাধারণের জ্ঞানগোচর হইয়া উঠুক, ইংরাজী পদার্থবিদ্যা ও সংস্কৃত গ্রন্থসকল হইতে পদার্থসার্থ সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গভাষার কলেবর পরিপুষ্ট করুক; তাহা হইলে আর এতদ্দেশের রীতি নীতি সংশোধন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইবার আবশ্যকতা হইবে না, তাহা হইলে আর রাজশাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসাধিত করিতে এত প্রয়াস পাইতে হইবে না, সুতরাং তাহা হইলে

বঙ্গদেশের মঙ্গল স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া সাধারণের শান্তি বিধান করিতে আর বিলম্ব অবলম্বন করিবে না। আমাদের কেবল এই সকল আশা করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে কোনরূপে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব অসীম ক্ষমতাশালী গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য হইলে, আমাদের এই আশা অবশ্যই ফলবতী হইতে পারিবে। তখন এতদ্দেশের প্রজাগণ রাজনীতির একান্ত বশম্বদ হইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল রাজভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিবেক।

সংস্কৃতকাব্যনাটকাদি গ্রন্থপাঠে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে তাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বি রূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রে অন্যান্য ভাষার ন্যায় স্বভাবানুরূপ বর্ণনা অতিবিরল এবং অন্যান্যভাষার কাব্যনাটকাদি পাঠে যাদৃশ নীতিবিষয়ক ভূরি ভূরি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে কোনরূপেই তাদৃশ উপদেশ পাওয়া যায় না; তাঁহাদিগের এই অলীক আশঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত সংস্কৃত কাব্যনাটক হইতে কতিপয়স্থান উদ্ধৃতকরিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে, সহৃদয়বর্গ বিশেষ অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাঠ করিলে, অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের ঐ আশঙ্কা অবিশেষদর্শিতার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক ধীরবর চারুদত্ত পরম ধার্ম্মিক সদাচার অতিদয়ালু ও অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। তিনি কেবল যাগযজ্ঞাদি দৈবকার্য্য নির্ব্বাহ ও অপরের দারিদ্র্যদুঃখ নিবারণের নিমিত্ত আপনার সমুদায় সম্পত্তি ব্যয়করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং দরিদ্র ও যৎপরোনাস্তি দুঃখী হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার খেদোক্তি।

দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সন্তিষ্ঠতে,
সুস্নিগ্ধা বিমুখীভবন্তি সুহৃদঃ স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
সত্ত্বং হ্রাসমুপৈতি শীলশশিনঃ কান্তিঃ পরিম্লায়তে,
পাপং কর্ম্মচ যৎপরৈরপিকৃতং তত্তস্য সম্ভাব্যতে ॥ ১॥
সঙ্গং নৈবহি কশ্চিদস্য কুরুতে সম্ভাষ্যতে নাদরাৎ,
সংপ্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোক্যতে।
দূরাদেব মহাজনস্য বিহরত্যল্পচ্ছদো লজ্জয়া,
মন্যে নির্ধনতাপ্রকামমপরং ষষ্ঠং মহাপাতকং ॥ ২॥

দারিদ্র্য শোচামি ভবন্তমেব মস্মচ্ছরীরে সুহৃদিত্যুষিত্বা। বিষণ্ণদেহে মযি মন্দভাগ্যে, মমেতি চিন্তা ক্ব গমিষ্যসি ত্বম্ ॥ ৩॥

সুখংহি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে, ঘনান্ধকারেষ্বিবদীপদর্শনং। সুখাত্তু যোযাতি নরোদরিদ্রতাং, ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ সজীবতি ॥ ৪॥

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বা, মরণংমম রোচতে ন দারিদ্র্যম্ ।
অল্পক্লেশং মরণং , দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্ ॥ ৫ ॥
এতত্তু মাংদহতি যদ্গৃহমস্মদীয়ং , ক্ষীণার্থমিত্যতিথয়ঃ
পরিবর্জয়ন্তি । সংশুষ্কসান্দ্রমদলেখমিবভ্রমন্তঃ, কালাত্যয়ে
মধুকরাঃ করিণঃ কপোলম্ ॥ ৬ ॥
সত্যংনমে বিভবনাশকৃতাস্তি চিন্তা, ভাগ্যক্রমেণহিধনানি
ভবন্তি যান্তি । এতত্তুমাং দহতি নষ্টধনাশ্রয়স্য , যৎ সৌ-
হৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তি ॥ ৭ ॥
দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রীপরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসো-
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবা ন্নির্ব্বেদমাপদ্যতে ।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকপিহিতোবুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে ,
নির্ব্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্ ॥ ৮ ॥

নিবাসশ্চিন্তায়াঃ পরপরিভবো বৈরমপরং ,
জুগুপ্সা মিত্রাণাং স্বজনজনবিদ্বেষকরণম্ ।
বনংগন্তুং বুদ্ধির্ভবতিচ কলত্রাৎ পরিভবো,
হৃদিস্থঃ শোকাগ্নি র্নচদহতি সন্তাপয়তিচ ॥ ৯ ॥

যদাতু ভাগ্যক্ষয়পীড়িতাং দশাং , নরঃ কৃতান্তোপহিতাং
প্রপদ্যতে । তদাস্য মিত্রাণ্যপি যান্ত্যমিত্রতাং , চিরানুর-
ক্তোপি বিরজ্যতে জনঃ ॥ ১০ ॥

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করেন । নন্দবংশের প্রধানমন্ত্রী রাক্ষস তৎপ্রতিহিংসাকরিবার নিমিত্ত মলয়কেতু ও অন্যান্য কত গুলি সামান্য রাজাকে সহায় করিয়া বহুতর সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক অবসর প্রতীক্ষায় এক পর্ব্বতের উপর অবস্থান করেন । মহামতি চাণক্য লোকাতীত ক্ষমতাপ্রকাশ পূর্ব্বক সুহৃদ্ভেদদ্বারা বিপক্ষের সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া রাক্ষসকে পরাজিত করেন । অনন্তর ঐ রাক্ষস একদিন কুসুমপুরে রাজার উপবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার শোভার সহিত আপনার অচিন্তনীয় বর্ত্তমান দুরবস্থার তুলনা করিয়া বলিতেছেন ।

পৌরৈরঙ্গুলিভির্নবেন্দুবদহং নির্দ্দিশ্যমানঃ শনৈ-
র্যো রাজেব পুরা পুরান্নিরগমং রাজ্ঞাং সহস্রৈর্বৃতঃ ।
ভূয়ঃ সংপ্রতি সোঽহমেব নগরে তত্রৈব বন্ধ্যশ্রমো-
জীর্ণোদ্যানকমেষ তস্করইব ত্রাসাদ্বিশামি দ্রুতং ॥

অথবা । যেষাং প্রসাদাদিদমাসীত্তএব নসন্তি । নাট্যেন প্রবিশ্যবিলোক্যচ । অহো, জীর্ণোদ্যানস্যানভিরমণীয়তা অত্রহি ;

বিপর্য্যস্তংসৌধংকুলমিব মহারম্ভরচনং, সরঃশুষ্কংসাধো-
র্হৃদয়মিব নাশেন সুহৃদঃ। ফলৈর্হীনা বৃক্ষা বিগুণবিধিযো-
গাদিব নয়া স্তৃণৈশ্ছন্না ভূমির্মতিরিব কুনীতৈরবিদুষঃ ॥

অপিচাত্র।

ক্ষতাঙ্গানাং তীক্ষ্ণৈঃ পরশুভি রুদগ্রৈঃ ক্ষিতিরুহাং,
রুজা কূজন্তীনা মরি রত কপোতোপঙ্ক্তাদতৈ ঃ।
স্বনি র্মোকচ্ছেদৈঃ পরিচিত পরি ক্লেশ কৃপয়া,
শ্বসন্তঃ শাখানাং ব্রণমিব নিবধ্নন্তি ফণিনঃ॥

এতেচ তপস্বিনো বৃক্ষাঃ

অন্তঃ শরীর পরিশোষ মুপাশ্রয়ন্তঃ, কীটক্ষতিং শুচমিবাতিগুরুং বহন্তঃ। ছায়াবিয়োগমলিনা ব্যসনে নিমগ্না বৃক্ষাঃ শ্মশানমুপগন্তুমিব প্রবৃত্তাঃ॥

[অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক]

উক্ত নাটকের নায়ক মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত রথারূঢ়হইয়া মৃগের অনুসারী হইলে প্রাণভয়ে মৃগ যেরূপে পলায়ন করিতেছে রাজা সারথিকে তৎপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন।

গ্রীবা ভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ,
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
শষ্পৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃত মুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা,
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরংস্তোকমুর্ব্ব্যাংপ্রয়াতি॥

রাজার বাক্যশ্রবণে সূত কহিল, মহারাজ ভূমি উদ্ঘাতিনী প্রযুক্ত রথের বেগ মন্দহইয়াছিল এক্ষণে সমতল প্রদেশে রথ আসিয়াছে মৃগ আর বিপ্রকৃষ্ট হইবে না।

এইকথা বলিয়া রথ রশ্মি মুক্ত করিলে ঘোটক যেরূপ বেগে ধাবমান হইল সারথি রাজাকে তৎপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছে ।

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়ত পূর্ব্বকায়াঃ,
স্বেষামপি প্রসরতাং রজসা মলঙ্ঘ্যাঃ।
নিষ্কম্পা চামর শিখা শ্চ্যুত কর্ণ ভঙ্গা,
ধাবন্তি বর্ত্মনি তরন্তি নু বাজিনস্তে ॥

[কিরাতার্জুনীয়]

রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সহিত পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ঐ ক্রীড়ার প্রতিজ্ঞানুসারে সপরিবারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করেন। ঐবনবাস কালে দ্বৈতবনে থাকিয়া দুর্য্যোধন কিরূপে রাজ্য পালন করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত প্রত্যাগত হইয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিলে পর, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী আপনাদিগের এতাদৃশী দুর্গতি ও পরম শত্রু দুর্য্যোধনের তাদৃশী উন্নতি মনেকরিয়া যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে নানা বিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিলেন, এবং অবিলম্বেই যুদ্ধ করিয়া শত্রু সংহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাপরাক্রান্ত ভীম, প্রিয়তমা দ্রৌপদীর সেই বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিকট সেই কথারই সাতিশয় পোষকতা করিলেন এবং শোক ও

ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া অবিলম্বেই রণপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন্। তখন ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করিবার ছলে হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন্ ——— যথা

সহসাবিদধীত নক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণুতেহি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ ১ ॥
অভিবর্ষতি যোহনুপালয়ন্, বিধিবীজানি বিবেক বারিণা।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াংশরদংলোক ইবাধিতিষ্ঠতি ॥২
শুচি ভূষয়তি শ্রুতংবপুঃপ্রশমস্তস্য ভবত্যলঙ্ক্রিয়া। প্রশ-মাভরণ ম্পরাক্রমঃ স নয়াপাদিত সিদ্ধি ভূষণঃ ॥৩॥ মতি ভেদতমস্তিরোহিতে গহনে কৃত্যবিধৌ বিবেকিনাং।
সুকৃতঃ পরিশুদ্ধ আগমঃ কুরুতে দীপইবার্থদর্শনম্ ॥ ৪ ॥
স্পৃহণীয় গুণৈর্মহাত্মভি শ্চরিতে বর্ত্মনি যচ্ছতাংমনঃ। বি-ধিহেতু রহেতুরাগসাং বিনিপাতোহপি সমঃ সমুন্নতেঃ ॥৫
শিবমৌপয়িকং গরিয়সীং ফলনিষ্পত্তি মদূষিতায়তীং।
বিগণয্য নয়ন্তি পৌরুষং বিজিতক্রোধরয়া জিগীষবঃ ॥৬
অপনেয়মুদেতুমিচ্ছতা তিমিরং রোষময়ন্ধিয়া পুরঃ। অবি-ভিদ্য নিশাকৃতস্তমঃ প্রভয়া নাংশুমতা প্যুদীয়তে ॥ ৭ ॥
বলবানপি কোপজন্মনস্তমসোনাভিভবং রুণদ্ধিয়ঃ। ক্ষয় পক্ষ ইবৈন্দবীঃ কলাঃ সকলা হন্তি স শক্তিসম্পদঃ ॥ ৮ ॥
সমবৃত্তি রুপৈতি মার্দ্দবং সময়ে যশ্চতনোতি তিগ্মতাম্।

অধিতিষ্ঠতি লোকমোজসা স বিবস্বানিব মেদিনীপতিঃ ॥৯
রুচিরায় পরিগ্রহৈঃ শ্রিয়াং রুচ দুষ্টেন্দ্রিয়বাজিবশ্যতা।
শরদভ্রচলাশ্চলেন্দ্রিয়ৈ রসুরক্ষ্যা হি বহুচ্ছলাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ১০
শ্রুতমপ্যধিগম্য যে রিপূন্ বিনয়ন্তে ন শরীরজন্মনঃ। জন-
য়ন্ত্যচিরায় সম্পদামযশস্তে খলু চাপলাশ্রয়ং ॥ ১১ ॥ অতি
পাতিত কালসাধনা স্বশরীরেন্দ্রিয় বর্গতাপনী। জনবন্নভ-
বন্ত মক্ষমা নযসিদ্ধে রপনেতু মর্হতি ॥ ১২ ॥

[শিশুপাল]

যখন শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানা অত্যাচার করিতে
আরম্ভ করিয়াছিল, সেইকালেই রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণে-
কে রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাহাতে অগ্রে
শিশুপালের দমন করা বিধেয় বা রাজসূয় যজ্ঞে গমন
করা কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও বলরাম তিন
জনের পরামর্শ [বলরামের উক্তি]
অনির্লোড়িত কার্য্যস্য বাগ্জালম্ বাগ্মিনো বৃথা।
নিমিত্তা দপরাদ্ধেশোর্ধানুষ্কস্যেব বাল্গিতম্ ॥ ১ ॥
আত্মোদয়ঃ পরগ্লানি দ্বয়ং নীতি রিতীয়তী। তদূরীকৃত্য
কৃতিভির্বাচস্পত্যং প্রতায়তে ॥ ২ ॥ সম্পদা সুস্থিরম্ম-
ন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ। কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে ন বর্দ্ধয়-
তি তস্যতাম্ ॥ ৩ ॥ সমূলঘাত মঘ্নন্তঃ পরান্নোদ্যন্তি
মানিনঃ। প্রধ্বংসিতান্ধ তমসস্তত্রোদাহরণং রবিঃ ॥ ৪ ॥

বিপক্ষমখিলীকৃত্য প্রতিষ্ঠা খলু দুর্লভা। অনীত্বা পঙ্কতাং ধূলিমুদকং নাবতিষ্ঠতে॥ ৫॥ সথা গরীয়ান্ শত্রুশ্চ কৃত্রিমস্তৌহি কার্য্যতঃ। স্যাতামমিত্রে মিত্রেচ সহজ প্রাকৃতাবপি ॥৬॥ উপকর্ত্তারিণাঃ সন্ধি র্নমিত্রেণাপকারিণা। উপকারোপকারৌহি লক্ষ্যং লক্ষণ মেতয়োঃ॥ ৭॥ বিধায় বৈরং সামর্ষে নরোরৌ য উদাসতে। প্রক্ষিপ্যোদর্চিষং কক্ষে শেরতে তেঽভিমারুতম্॥ ৮॥ পদাহতং যদুত্থায় মূর্দ্ধান মধিরোহতি। স্বস্থাদেবাপমানেঽপি দেহিনস্তদ্বরং রজঃ॥ ৯॥ তুঙ্গত্বমিতরা নাদ্রৌ নেদং সিন্ধাবগাধতা। অলঙ্ঘনীয়তাহেতুরুভয়ন্তন্মনস্বিনি॥ ১০॥ অকৃত্বা হেলয়া পাদমুচ্চৈ র্মূর্দ্ধসু বিদ্বিষাম্। কথঙ্কার মনালম্বা কীর্ত্তি র্দ্যামধিরোহতি॥ ১১॥ চতুর্থোপায় সাধ্যেতু রিপৌ সান্ত্বমপক্রিয়া। স্বেদ্যমামজ্বরং প্রাজ্ঞঃ কোঽম্ভসা পরিষিঞ্চতি॥ ১২॥ সামবাদাঃ সকোপস্য তস্য প্রত্যুত দীপকাঃ। প্রতপ্তস্যেব সহসা সর্পিষ স্তোয়বিন্দবঃ॥ ১৩॥ যজতাং পাণ্ডবঃ স্বর্গ মবত্বিন্দ্র স্তপত্বিনঃ। বয়ং হনাম দ্বিষতঃ সর্ব্বঃস্বার্থং সমীহতে॥ ১৪॥